# Report of Research Project

Academic year :2023-24
Department : Bengali
Program name : Bengali Honours
Program code : BNGA
Course name : Adhunik Bangla Kabya Kabita
Course code : CC-13
Type : Research project
Name of the topic : "Vaishnav Padavali O Rabindranather Bhanu Singha Thakurer Padabali"
Targeted students : Semester 6 Honours

বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথের
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

**Topic Discussion** / বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ:

কবির কিশোর-কালে সারদাচরণ মিত্র আর অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়েরা 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নাম দিয়ে। কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশ করেন। এই বই কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়তেন। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার পদ ও অন্নান্ন কবিদের মৈথিলী-মিশ্রিত ব্রজবুলি রবীন্দ্রনাথের মনে একটি বোঝা ও না-বোঝা তৈরী করে তুলেছিল! আলো-আঁধারি ভাবের রহস্য ঘনিয়ে তুলেছিল। তার ফলে কবি রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছা হল যে, তিনি তাঁর ভাষাকে ঐরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করে প্রকাশ করবেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ বালক কবি চ্যাটার্টনের কাহিনী শুনেছিলেন যে, তিনি প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়। কবি কীট্স যেমন মধ্যযুগের ইটালীয় রোমান্স অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন; মরিস, রসেটি এবং ব্রাউনিং-দম্পতি যেমন নব্য ইটালীয় কাব্য অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন ; তেমনি রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ করতে ইচ্ছা করলেন। এ সম্বন্ধে কবি নিজের জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

একদিন মধ্যাহে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াবন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে পাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িল একটা অংশ শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে'..!

এই রচনাগুলি কিছুদূর অগ্রসর হলে একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষকে বললেন, "সমাজের লাইব্রেরী খুঁজিতে খুঁজিতে বহু কালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোন প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি।" তাঁর বন্ধু সেই পদগুলি শুনে বলিলেন, "এমন

কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

এই কবিতাগুলি ক্রমে ক্রমে ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হতে আরম্ভ করে। এতে ২১টি পদ আছে, ১৩ নম্বর পদটি প্রথম আশ্বিন মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতী'তে মোটে ৭টি পদ প্রকাশিত হয়েছিল।
ভানুসিংহ যখন ভারতীতে প্রকাশিত হচ্ছিল, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জার্মানিতে ছিলেন। তখন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করে আমাদের দেশের গীতিকাব্যসম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখেছিলেন। তাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়েছিলেন, কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাবলীতে কৈশোরক বিভাগেই অন্যান্য কবিতার শেষে ছাপা হয়েছিল। কৈশোরকের অন্য কবিতা গুলিকে আর ছাপতে না দিলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রতি তিনি নির্মম হতে পারেন নি। তবে প্রথম সংস্করণের পরে কতকগুলি কবিতা বাদ দিয়েছিছেন, কতকগুলির পাঠ পরিবর্তন করেছিছেন, আর 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়' শীর্ষক কবিতাটি নূতন সংযোজন করেছেন।.

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশের পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের যে বছরে জন্ম হয় সেই বছরেই, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় বৈষ্ণব কবিতার অনুসরণ করে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর জীবনী লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছিলেন—

যে প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী উদ্‌গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনায় অবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইবার বস্তাবনা নাই। সেই ভাবাবে। বহু-সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তেমন ভাব আর কোথা হইতে উঠিবে? তথাপি ব্রজাঙ্গনার দুই-একটি পদ শ্রবণ করিলে, বহুপূর্বশ্রুত পরিচিত কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। ভক্ত ও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লিখিবার অধিকার নাই। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, তাই তাঁহাদিগের কাব্য গীতি-মাধুর্য ও ভাবের সম্মিলনে মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। মধুসূদন প্রেমিক হইলেও ভক্ত ছিলেন না। সেইজন্য ডাঁহার সঙ্গীত কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিলেও মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না।

ঐ উক্তি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একথা স্বীকার করে তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটি কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের

ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কমিয়া দেখিলেই তাহার যেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা হর নাই, তাহা আজকালকার সস্ত। আর্গিনের বিলাতী টুংটাং মাত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকে ততটা গুরুত্ব দিতে চান নি।

**Outcome of the project** :

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যেও অনেক কবিতায় গভীর ভাবাবেগ আছে,—বিশেষ করে যে দুইটি কবিতা 'চয়নিকা'য় ও 'সঞ্চয়িতা', গৃহিত হয়েছে,তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'মরণ রে তুহঁ মম' —অতুলনীয় কৰিত্বে ও ভাবমাধুর্যে বিভূষিত। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অন্য এক সৃষ্টিসত্তা প্রকাশিত হয়েছে।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372